بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى عبده المسيح الموعود — نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাক্ষিক

আহমদী

ত্রয়োদশ বর্ষ — বিংশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৪৲ — প্রতি কপি—৵১৫

পত্র ও টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৩১শে মাহে এখা—১৩২২ হিঃ, শঃ] — [৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ইং

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের যুদ্ধ-প্রস্তুতি

হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)এর

আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতেছে

তবলীগই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র শ্রেষ্ঠতম পন্থা

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ)র

ঈদুল-ফিতিরের খোৎবা

১লা অক্টোবর ১৯৪৩ ইং

অনুবাদক—মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ (মোবাল্লেগ)

সূরে ফাতেহা পাঠ করার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আঃ) বলেন,—সর্ব্বপ্রথমে আমি অদ্যকার ঈদ সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই। গতকল্য স্থানীয় লোকদের মধ্যে কেহ চাঁদ দেখিয়াছেন এরূপ সংবাদ আমার নিকট রাত্রিতে পৌছে নাই অথচ প্রাতে ঈদ হইবে বলিয়া আমি রাত্রিতেই ঘোষনা করিয়াছি। ইহার মূল কারণ এই যে রাত্রিতেই দুই স্থান হইতে টেলিফোন যোগে আমার নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে তথায় চাঁদ দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি কপুরতলা নিবাসী মৌলবী শেখ মোহম্মদ আহমদ সাহেব উকিলের টেলিফোন ছিল। তিনি ফোন যোগে আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহার কন্যা ও একজন কর্ম্মচারী চাঁদ দেখিয়াছে। উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, আকাশের অবস্থা আজ নিতান্ত পরিষ্কার, এমতাবস্থায় দুই জনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঈদের মিমাংসা করা যাইতে পারে না। সুতরাং আমরা কল্য রোজা থাকিব। কিন্তু অল্প সময় অতিত হইতে না হইতেই জেলহোজী হইতে আরও একটি টেলিফোন আসিল যে, তথায় বহু আহমদী ও গয়ের আহমদী চাঁদ দেখিয়াছেন এবং আমার সহচরগণের মধ্যেও সাত জন চাঁদ দেখিতে পারিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমি ফোন যোগেই বলিলাম যাহারা চাঁদ দেখিয়াছেন তাহাদের চাঁদ দেখিবার সাক্ষ্য হলফসহ গ্রহণ করিয়া, ফোন যোগেই আমাকে ইহার ফলাফল জানান হউক। অল্পক্ষণ পরেই আমাকে ফোনযোগেই জানান হইল, যে-সকল বন্ধু এখানে উপস্থিত আছেন তাহাদের মধ্যে চারি জন হলফ-সহ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তাহারা স্বচক্ষেই চাঁদ দেখিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও বহু লোকেই চাঁদ দেখিয়াছে কিন্তু তাহারা দূরে দূরে আছেন বলিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের সাক্ষ্য হলফসহ লইতে পারা যায় নাই। ইহার পর চাঁদ দেখিবার বিষয় লাহোরে ফোনযোগে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তথা হইতেও উত্তর আসিল জলন্দর হইতে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে যে সিমলায় বহু লোকেই চাঁদ দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সোলন পাহাড় ও বোম্বাই সহরেও বহু লোকে চাঁদ দেখিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে চাঁদ খুব নীচে উদয় হইয়াছিল। কাদিয়ানের অধিকাংশ লোকেরা তখন তন্ময়তার সহিত দোয়াতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া এদিকে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। চাঁদ দেখিবার সংবাদ যে সকল স্থান হইতে আসিয়াছে তন্মধ্যে কপুরথলা ছাড়া সকল স্থানই পাহাড়ী অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সকল-প্রমাণ পাওয়ার পর অদ্য প্রাতে মিঞা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব-

সাক্ষ্য দিলেন যে তিনিও গতকল্য স্বচক্ষে চাঁদ দেখিয়াছেন এবং হজরত মৌলানা সৈয়দ ছারওয়ার শাহ সাহেবও সাক্ষ্য দিলেন যে গতকল্য কোন কোন বন্ধু চাঁদ দেখিয়াছেন বলিয়া তাহাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কাদিয়ানেও কোন কোন বন্ধু চাঁদ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা যথা সময়ে চাঁদ দেখিবার সংবাদ আমার নিকট পৌছান নাই বলিয়া তাহাদের সাক্ষ্য হলফ লওয়া সাক্ষ্যের পুরকতা স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই জন্য ঈদের ঘোষনা বিগত রাত্রেই করা হইয়াছিল।

ইহা সকলকেই জানিয়া রাখা উচিত যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে "যে ব্যক্তি ঈদের দিন রোজা থাকে সে শয়তান হয়, কিন্তু উহা উক্ত অবস্থার অন্তর্গত নহে। অদ্যই প্রাতে শুনিতে পাইলাম যে, কোন স্ত্রীলোক বলিতেছে যাহারা অদ্য রোজা থাকিবে তাহারা শয়তান হইবে— ইহাতে সে তাহার ভ্রান্ত ধারনার অবতারনা করিয়াছে। কারণ যখন চাঁদ দেখা সম্বন্ধে জন সাধারণে মতানৈক্য রহিয়াছে তখন প্রত্যেক কওম, প্রত্যেক সহরবাসী ও প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের উপর শরিয়তের আদেশ ভিন্ন ভিন্ন রকম হইবে। মনে কর যদি বাহিরের কোন আহমদী জমাত আজ ঈদ না করিয়া রোজা রাখিয়া থাকে, তবে তাহাকেও শরিয়ত জায়েজ বলিয়া অনুমোদন করিবে। ঠিক এই প্রকারের অবস্থায়ই একবার হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)র উপর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল যে عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو অর্থাৎ অদ্য ঈদের দিন বটে,—ইচ্ছা করিলে ঈদ করিতেও পার অথবা নাও করিতে পার। ইহাতে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে ঐ দিনটি ঈদেরই বটে কিন্তু শরিয়তের নীতি যে, চাঁদ দেখিয়া ঈদ করিতে হয়, এই জন্য মতদ্বৈধাবস্থায় ঈদ করা বা না করার অধিকার জন সাধারণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ইহা শাস্ত্রের আদেশ নহে উপদেশ মাত্র। যে স্থলে শাস্ত্রের উপদেশ থাকে তথায় অনুসরণ করা বা না করা আন্তরিক বিশ্বাসের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি কোন জাতির অধিকাংশের মতে অথবা ইমাম বা কাজী মিমাংসা করিয়া দেয় তবে সেই স্থানের লোকদের উপর মিমাংসিত বিষয় পালন করা কর্ত্তব্য ও ফরজ হইয়া পড়ে কিন্তু অন্য স্থানে বা অজ্ঞাত অবস্থায় তাহা না করিলে উক্ত হাদিসের মতে শয়তান হয় না। সুতরাং কাদিয়ানের বাহিরের আহমদী বা অন্যান্য সহরে যাহারা অদ্য রোজা রাখিয়াছেন তাহারা উক্ত হাদিসের মর্ম্ম-মত শয়তান হইবে না। এমতাবস্থায় যাহারা মনে করে রোজা ভঙ্গ করিবার জন্য সাক্ষ্য যথেষ্ট হয় নাই, তাহারা রোজা থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে যাহারা মনে করে যে রোজা ভঙ্গ করিবার জন্য সাক্ষ্য যথেষ্ট হইয়াছে তাহারা রোজা ভঙ্গ করিতে ও ঈদ উৎসব পালন করিতে পারে। অতএব যাহারা চন্দ্র উদয়ের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া অদ্য রোজা রাখিয়াছে তাহারা রসুল করিম (সাঃ)এর উক্ত হাদিসের অন্তর্গত নহে, তাহাদের জন্য রোজা রাখা শাস্ত্র অনুমোদন করে এবং যাহারা চন্দ্র উদয়ের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অদ্য ঈদ করিয়াছে তাহাদের ঈদ ব্রত পালনকেও শাস্ত্র অনুমোদন করিতেছে। কিন্তু যে স্থলে সম্প্রদায় হিসাবে ঈদ ব্রত পালনের মিমাংসা করা হয়, সেই স্থলে রোজা ভঙ্গ করিয়া ঈদ ব্রত পালন করিতে শরিয়ত অনুযায়ী সকলই বাধ্য হইয়া পড়ে।

ইহার পর আমি সমগ্র জমাতকে সম্বোধন করিতেছি,— সর্ব্ব প্রথমে স্থানীয় জমায়াতকে ও খোৎবা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে পর তাহার সহযোগীতায় বাহিরের জমাতের মনোযোগ আকর্শন করিতেছি। বিগত কিছু কালের মধ্যে পৃথিবীতে এমন ঘটনাবলীর রঙ্গ-খেলা হইয়া গিয়াছে, যদ্বারা আমাদের চক্ষু উন্মুক্ত হইবার প্রচুর উপকরণের উদ্ভব হইয়াছে। বিগত দুই এক মাসের ভিতরে ভিতরেই ইটালী ধ্বংশ হইয়া তাহার রাজশক্তি বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে—জাপানীর উপরও মিত্র শক্তির প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে—রুষিয়ার সংগ্রামে জার্ম্মানী এমনই ভীষণভাবে পরাজিত হইয়াছে, যদি তাহার পাছে যুদ্ধ কৌশলের অন্তর্গত কোন বড় রকমের ধোকা না থাকিয়া থাকে, তবে বলা যাইতে পারে, জার্ম্মানীর যুদ্ধ কৌশলের লীলা খেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের যতটুকু সম্পর্ক রহিয়াছে— তাহা মিত্র পক্ষের সহানুভূতিতেই বিরাজ করিতেছে। আমাদের শত শত নহে বরং সহস্র সহস্র ভাই বন্ধু যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমরা বলিয়া, বুঝাইয়া, প্রবোধ দিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছি। কথিত আছে جنگ دو سر دارد অর্থাৎ যুদ্ধের দুইটি দিক আছে, অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে জয় ও পরাজয়ের লীলা খেলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব নীতি ও জ্ঞান অনুযায়ী এই যুদ্ধে মিত্র পক্ষের জয় লাভ করাই আমাদের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রদ। এই নিমিত্তই আমরা ইংরেজকে সাহায্য করিয়া আসিতেছি এবং সহস্র সহস্র আহমদী মিত্র পক্ষের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করিতেছে। আমাদের এই নীতি সম্পর্কে আমি বহু স্বপ্নও দেখিয়াছি, যাহা অন্যের জন্য নিদর্শন না হইলেও আমার জন্য মহা-নিদর্শন বটে। যখন স্বপ্নরূপে উহা আমার নিজের জন্য নিদর্শন হইয়াছে, তখন সময়ের খলিফার মিমাংসারূপে উহা জমাতের জন্যও নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। উহা যদি অপরের জন্য নিদর্শন নাও হয় কিন্তু খলিফার মিমাংসা হিসাবে জমাতের নিকট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে। আমি ক্রমাগত কতকগুলি স্বপ্ন দেখিয়াছি, উহাতে যতটুকু পার্থিব এবং ভবিষ্যতের অন্ধকারযুক্ত অবস্থার সহিত সম্পর্ক আছে,—যাহার বিষয় সময়ের পূর্ব্বে কোন মানুষ অনুমান করিতে পারে না, তাহাতে আল্লার মহিমার সাহায্য মিত্র-শক্তির সহিত রহিয়াছে বলিয়া প্রতিয়মান হয়।

ইদানিং ইটালী ইংরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার এক দিন পূর্ব্বে আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক স্থানে আমি দণ্ডায়মান আছি এবং উহার নিকটেই আর একটি দেশ দৃষ্টগোচর হয় যাহার দৈর্ঘ্য অতি দীর্ঘ সেখানে মৌলবী আবদুল করিম সাহেব মরহুম দণ্ডায়মান আছেন এবং ইংরাজের সাহায্যার্থে সৈনিক দলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য অতিশয় উচ্চৈস্বরে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। স্বপ্নে আমি মনে করিতেছিলাম যে মৌলবী আবদুল করিম সাহেব তো মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন,—বোধ হয় তিনি যুদ্ধে ভর্ত্তি হওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ-তায়ালার নিকট

হইতে অনুমতি প্রদানক্রমে উচ্চস্বরে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইলাম যে ঐ ময়দানের এক পার্শ্ব হইতে সৈনিক দ্বারা পরিপূর্ণ লরী সমূহ এত প্রচুর পরিমাণে অপর দেশে প্রবেশ করিতেছে যে ঐ দেশ যেন লরী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মোটর গাড়ী অতি দ্রুত ও অবিশ্রান্ত ভাবে প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টির পর তৃতীয়টি যাইতেছে।”

এই স্বপ্ন দেখিবার দ্বিতীয় দিবসেই সংবাদ পত্রে ঘোষিত হইল যে, ইংরেজ ইটালীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার তিন চারি দিন পরই “সিভিল” প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায় ইংলণ্ডের “টাইমস” পত্রিকা হইতে নকল করিয়া লিখিয়াছে যে, ইটালীতে মিত্র পক্ষের সৈনিকগণ যে ভাবে লরী বোঝাই করিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে অনুমান করিতে হইলে লণ্ডনস্থ কোন চৌমোহনীতে যখন কিছু সময় গাড়ীর চলাচল বন্ধ রাখিবার পর যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় তখন যে ভাবে একটি মোটরের পর আর একটি মোটর যাতায়াত করে তাহাকে কয়েক শত গুণ বৃদ্ধি করিয়া চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে আমাদের মিত্র পক্ষীয় সৈনিকগণ মোটর বোঝাই করিয়া কি পরিমাণে এবং কিরূপ দ্রুত ইটালীতে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৯২৪ ইং সালে যখন আমি বিলাতে গিয়াছিলাম তখন একবার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, লণ্ডনস্থ কোন চৌমোহনীতে অনুরূপ মোটর লরী ইত্যাদির যাতায়াত বন্ধ রাখিবার পর যাইবার অনুমতি দিলে ক্রমাগত অর্দ্ধ ঘন্টা কাল ব্যাপিয়া একটি মোটরের পাছা অপর মোটরের অগ্রভাগের সহিত লাগিয়া লাগিয়া যাইতে থাকে। টাইমস পত্রিকায় লিখা হইয়াছে যে, ইহাকে শত শত গুণ বৃদ্ধি করিয়া চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, ইটালী আক্রান্ত হওয়ার পর মিত্র পক্ষীয় সৈনিকগণ কি পরিমাণে লরী বোঝাই হইয়া কত দ্রুত গতিতে ইটালীতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই ঘটনার চিত্রকে আমি এমন সময় বন্ধুগণের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়াছিলাম যখন মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক ইটালী আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ হয় নাই

সে যাহাই হউক মূল কথা এই যে যতটুক পাথিব বিষয়ে ও যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের সম্পর্ক রহিয়াছে,—আমাদের সাধ্যমত ও সহানুভূতি মিত্র পক্ষদের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে, যাহাতে কিছু সন্দেহ থাকিলেও সাথে সাথেই শুভসমাচার—প্রদান করিতেছে। সেই দিকটি এই, হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর এক মহা ভবিষ্যৎবাণী আজ এরূপ গৌরবান্বিত ভাবে পূর্ণ হইয়াছে যে আমি মনে করিতে পারি না যে, যত বড় শত্রুই হউক না কেন, এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা ও মহত্তা অস্বীকার করিতে পারিবে? আজ হইতে প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আল্লার প্রেরিত পুরুষ হওয়ার দাবী জন সাধারণে প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তখন শত্রুদের পক্ষ হইতে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর উপর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হইয়াছিল যে তিনি জেহাদকে মনছুখ বা পরিহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়েছেন যাহা ইসলামের মহত্ব ও গৌরব অর্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন।” ঐ সময়ের প্রত্যেক মুসলমান যাহারা আন্তরিকতার সহিত ইসলামের প্রতি সহানুভূতি রাখিতেন, অথচ বুদ্ধি এবং নবুয়তের আলো ও কোরানের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত—যাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহাদের মৌলবীদের বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, তাহারা মনে করিত যে মীরজা সাহেব যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দ্বারা ইসলাম কখনও জীবিত থাকিতে পারে না।

হজরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ সাহেবের শাহাদতের ইহাই অন্যতম কারণ ছিল। কারণ তিনি জেহাদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট এই শিক্ষা ইসলামকে দুর্ব্বল করিবার হেতু বলিয়া পরিগণিত ছিল। যখন হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাহাকে হত্যা করিবার এই কারণ প্রচার করিয়াছিলেন তখন বিরুদ্ধবাদীগণ উহাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিতে লাগিল কেবল আহমদীয়তের দরুণই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহার চিরন্তন প্রথানুযায়ী তাহার প্রেরিত পুরুষের পবিত্র বাণীর সত্যতা প্রমাণের জন্য উপকরণ উদ্ভব করিয়া থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর উক্ত বাণীর সত্যতার প্রমাণাদি উদ্ভব করিয়া দিয়াছেন। সেই সময় অতীত হইয়া গিয়াছে—হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ইহ জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন—হজরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রাঃ) ইহ জগতে নাই। কিন্তু যখন আমার সময় উপস্থিত হইল তখন জনৈক বন্ধুর সহযোগীতায়—মিঃ মার্টিন সাহেবের লিখিত একখানা পুস্তক আমার হস্তগত হয়। সাহেবজাদা আবদুল লতিফ সাহেব যখন শহিদ হইয়া ছিলেন তখন ঐ পুস্তকের লিখক মিঃ মার্টিন সাহেব আফগান গভর্ণমেন্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাহার পুস্তকে সাহেবজাদা আবদুল লতিফ সাহেবের শহিদ হওয়া সম্পর্কে একটি অধ্যায়ই রচনা করিয়াছেন এবং ঐ অধ্যায়ের নাম “The Absolute Ameer” অর্থাৎ “সর্ব্বপ্রভাপশালী আমীর” রাখিয়াছেন। এই অধ্যায়ে তিনি লিখিতেছেন যে,—উক্ত সাহেবজাদা সাহেব প্রচার করিতেন যে, খৃষ্টানদিগকে হত্যা করার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপন ভাইরূপে গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য। আমীর মহোদয় জেহাদ নামে যে অস্ত্র খৃষ্টান ও রুশ জাতীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেন তাহা এই শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া যাইবে বলিয়া আমীর বাহাদুরের নিকট অভিযোগ পৌঁছিলে, তিনি তাহাকে বন্দি করিয়া ফেলেন এবং বলেন যে, তাহার সমস্ত ধর্ম্ম বিশ্বাসকে আমরা সহ্য করিয়া লইতে পারি কিন্তু জেহাদ না করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অসহনীয়। আর এইরূপ হইলে ইসলাম কখনও জীবিত থাকিতে পারে না। মুল্লারা যখন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন উপায়ই উদ্ভব করিতে পারিতেছিলেন না তখন উক্ত কারণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুল্লারা আমীর বাহাদুরকে বলিলেন উক্ত কারণ বশতঃ এই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমীর বাহাদুরের ভাই সর্দ্দার নছরুল্লাহ খাঁও এই বিষয় অতিশয় জোর দিয়া

বলিলেন, এই শিক্ষা লোকদের অন্তরে প্রবেশ করিলে ইংরাজ ও রুশ জাতি আমাদিগকে ধ্বংশ করিয়া ফেলিবে। ইহা হইতে বাঁচিতে হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলাই এক মাত্র প্রশস্ত উপায়। এখন তো প্রত্যেক মুসলমানই জেহাদ করিতে অন্তরের সহিত আগ্রহান্বিত, এবং যখন তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে ডাকা হয় ও বলা হয়, জেহাদ করিতে অগ্রসর হও—তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই বেতন, খোরাকী ও সরঞ্জামাদি গবর্ণমেণ্টের নিকট না চাহিয়াই জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়, কিন্তু যখন লোকদের অন্তরে এই বিশ্বাসের উদ্ভব হইবে যে জেহাদ করা তাহাদের উপর ধর্ম্মগত কর্ত্তব্য নহে—কেবল বাদশাহের সাহায্যার্থে লড়িতে হইবে তখন আমাদের শক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং নিজকে রক্ষা করিবার কোনই উপায় থাকিবে না। সুতরাং জেহাদ না করার ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবরে জন্য আমীর বাহাদুর সাহেবজাদা সাহেবকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে চেষ্টা ও অনুরোধ করিলেন কিন্তু সাহেবজাদা সাহেব দৃঢ়তা সহকারে অস্বিকার করেন এবং বলেন যে আমি এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতঃপর মিঃ মার্টিন সাহেব তাহার শহিদ হওয়ার ঘটনাকে এরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন যে সচরাচর কোন ইংরাজ এইরূপ ভাবে কোন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া লিখে না। আল্লাহ তায়ালা তাহার আধ্যাত্মিকতার বিষয়কে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই মিঃ মার্টিন সাহেব এই ভাবে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে যখন সাহেবজাদা সাহেবকে হত্যা করা হইতেছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে আমার শহিদ হওয়ার পর 'কাবুলে একটি কেয়ামত উপস্থিত হইবে।" সাহেবজাদা সাহেবের হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই কাবুল কলেরা রোগ কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং বহু লোক মারা গেল। তখন আমীর বাহাদুর ভীত হইয়া সর্দ্দার নছরুল্লা খাঁর নিকটে যাইয়া বলিলেন, মৌলবীর ভবিষ্যদ্বানী যেন পূর্ণ হইয়া গেল। মূল কথা এই যে আল্লাহ তায়ালা মিঃ মার্টিনের সহযোগীতায় এই সাক্ষ্য আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন যে ছাহেব-জাদা আবদুল লতিফ সাহেবের শহিদ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল জেহাদের বা ধর্ম্ম যুদ্ধের বিরুদ্ধতা। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিয়মান হইতেছে যে আফগানিস্থানের শিক্ষিত ও রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধাচরণের হেতু আহমদীয়তের জন্য ছিল না বরং ইসলামী শিক্ষার অভাবে ও কোরানের মূল শিক্ষার অজ্ঞতার নিমিত্ত হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর শিক্ষা হইতে উপকার লাভের বিনিময়ে ক্রোধে বিভোর হইয়াছিলেন এবং তাহারা মনে করিতেছিলেন যে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নাউজুবিল্লা ইসলামকে কুকুরে সম্মুখে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। ঐ সময় উক্ত স্থানের মুসলমানেরা মনে করিত যে নিজেদের সংগঠনকে শৃঙ্খলাযুক্ত করিয়া পূর্ণ করিলে ইউরোপীয় শক্তিদের সহিত অনায়াসে মোকাবেলা করা যাইবে এবং ইসলামের গৌরব অক্ষুন্ন থাকিবে। ঠিক এমনই সময় হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) পৃথিবীর সম্মুখে ঘোষনা করেন যে,—

یہ حکم سن کے نہیں جو لڑائی کو جائے گا
وہ کافروں سے سخت ھزیمت اٹھائے گا

অর্থাৎ "এই আদেশ শুনিবার পর যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদে অগ্রসর হইবে তাহারা কাফেরদের দ্বারা ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হইবে।"

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী খানা বিগত ১৯০২ ইং সালে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঘোষনা করিয়াছিলেন,—আজ ১৯৪৩ ইং সাল অতিবাহিত হইতেছে। এই ৪১ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র পৃথিবীতে এক অভিনব ও অস্বাভাবিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ধারনা করিতে পারে যে মুসলমানগণ এইরূপ যুদ্ধাস্ত্র সঞ্চয় করিতে পারিবে? মুসলমানগণ উৎকৃষ্টতম বন্দুক, কামান ও তরবারী তৈয়ার করিতে না জানিলেও উহাকে নিকৃষ্টতমরূপে তৈয়ার করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু জল-যান বা বিমান তৈয়ার করার কারখানা কোন মুসলমান রাজ্যে নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও ঐরূপ কারখানা মুসলমান রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করা যায় না। আর যদি কোন সময় ঐরূপ কারখানা মুসলমান রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে উহা ইউরোপের তুলনায় ছেলে খেলার মতই হইবে। কারণ ইউরোপের রাজ্য সমূহে যুদ্ধার্থে সরঞ্জামাদি ও উচ্চ শ্রেণীর কারখানা এত অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহাদের বর্ত্তমানে, অন্যান্য কোন কারখানার প্রয়োজনই হইবে না। যেমন বড় বড় বৃক্ষের নীচে ছোট ছোট বৃক্ষ ও লতা পাতা অঙ্কুরিত হয় না তেমনই ইউরোপের রাজশক্তি সমূহের যুদ্ধাস্ত্র সমূহ এত উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছে যে, এখন অন্য কোন কারখানায় তাহার সমতুল্য যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার হইতে পারে না। বিগত বর্ষে একমাত্র আমেরিকাই এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বিমান তৈয়ার করিয়াছে। এক একটি বিমানই এমন ক্ষমতা রাখে যে এক একটি সহর ধ্বংশ করিবার জন্য যথেষ্ট। যে যুদ্ধের প্রারম্ভে মুসলমান, হিন্দু ও অন্যান্য জাতিরা মনে করিত যে, শত্রুপক্ষ ইংরাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে। আজ ইংরাজ এই যুদ্ধে এত যুদ্ধাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে যে পার্থিব সরঞ্জাম হিসাবে পৃথিবীতে এমন কোন দ্বিতীয় শক্তি নাই যে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। যে সকল এশিয়ার শক্তি শত শত বৎসর যাবত পাশ্চাত্য শক্তি সমূহকে বাধা দিয়া আসিতেছিল তাহারা একে একে ধ্বংশ লীলায় পরিণত হইতেছে--দুই এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যাইবে না কেবল তাহাদের প্রাচীন বল বীর্য্যের কাহিনী ইতিহাসে বিরাজ করিতে থাকিবে। এই নিমিত্তই আল্লাহ তায়ালা হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)র সহযোগে তদীয় পবিত্র বাণী ঘোষনা করাইয়া ছিলেন,—

یہ حکم سن کے نہیں جو لڑائی کو جائے گا
وہ کافروں سے سخت ھزیمت اٹھائے گا

এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এরূপ পরিস্কার ভাবে আল্লাহ'তায়ালা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে যাহারা ইসলামের উন্নতিকে ধর্ম্মযুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্রের সহযোগে হওয়া বিশ্বাস রাখিতেন তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়া লউক যে ইসলাম আজ মৃত দেহে পতিত রহিয়াছে, যাহা পুনঃ জীবিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখে যে ইসলাম যুদ্ধাস্ত্রের সহযোগে উন্নতি লাভ করিবে না বরং প্রবল

পরাক্রমশালী আল্লার হাতেই উন্নতি লাভ করিবে তাহারা দেখিতেছে ইসলাম জীবিত আছে এবং জীবিত থাকিবে এবং অন্য দিকে শয়তানী শক্তি সমূহ মুছিয়া যাইবে। যাহার লীলাখেলা আজ বিশ্বব্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাই সেই বস্তু যাহার দিকে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লোকদিগকে আনিতে চাহিয়াছিলেন।

কেবল ধর্ম্ম-যুদ্ধ বা জেহাদ না করাকেই জগতের সম্মুখে পেশ করা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে নিতান্তই ত্রুটি হইয়াছে কারণ ইহা মানুষের মনে নৈরাশ্যের উদ্ভব করে। নবীদের কাজ মানুষের মনে নৈরাশ্য আনয়ন করা নহে কারণ ইমান ভয় ও আশার মধ্যবর্ত্তী বস্তু অর্থাৎ আল্লার প্রতি ভয় ও আশা রাখা। যিনি আল্লাকে ভয় করেন ও আশা রাখেন না তিনি কাফের। যিনি নিজের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট ও আল্লাকে ভয় করেন না তিনিও কাফের। মোমেন তিনিই যিনি কোরানের শিক্ষানুযায়ী بين الخوف والرجاء অর্থাৎ ভয় ও আশার মধ্যে বিরাজ করেন। সুতরাং হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে স্থানে যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা জেহাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তবলীগী জেহাদ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাই হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জেহাদ সম্পর্কিত কবিতার শেষ ভাগে বলিয়াছেন—

تم مین سے جسکو دین و دیانت سے ہے پیار
اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کرکے استوار
لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے
اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے

অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে কেবল জেহাদ বা যুদ্ধ বিরতির কথাই বলিতেছি না বরং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছি যে ইসলামের জয়ের পন্থা অন্যরূপ যাহাকে পরিচালন করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে বলিতেছি বর্ত্তমানে তোমরা ইসলামকে যুদ্ধাস্ত্রের সহযোগে শত্রুদের উপর বিজয়ী করিতে পারিবে না। যদি তোমরা বাস্তবিকই ইসলামকে অন্যান্য মতাবলম্বীদের মধ্যে বিজয়ী দেখিতে চাও তবে তোমরা আমার শিক্ষা ও আমার প্রদত্ত প্রমাণগুলিকে জন-সাধারণে প্রচার করিতে থাক। ইহাতে তোমরা দেখিতে পাইবে ইসলাম কিরূপে বিজয়-মালো বিভূষিত হইয়া পৃথিবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সুতরাং হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ধর্ম্মযুদ্ধ-রূপ ভ্রান্ত পন্থা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়া মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন নাই বরং তবলীগের পথে পরিচালিত করিয়া ইসলামের বিজয় ও সফলতা সম্পর্কে অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসের উদ্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব যাহাদের অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি এবং নির্ম্মল ইমান ও প্রেম আছে তাহাদের কর্ত্তব্য যে তাহারা যেন প্রচার করিতে থাকেন যে মসিহ (আঃ) আসিয়াছেন। ইসলামের প্রচারিত খোদা ও আল্লার রসুল হজরত মোহম্মদ (সাঃ) সত্য এবং কোরান তাহার বাঁটি গ্রন্থ। যদি কেহ উহার বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সে আল্লার প্রমাণ ও অলৌকিক নিদর্শন সমূহের অস্ত্রে কাটা যাইবে এবং ফেরেস্তাদের তরবারী তাহাদের শিরে আঘাত করিবে।

মানুষ নীচে এবং বিমান উপরে থাকে বলিয়া, বিমানযুদ্ধ আজ পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হজরত মোহম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন— اليد العليا خير من يد السفلى অর্থাৎ উপরের হস্ত নীচের হস্ত হইতে সর্ব্বদাই উত্তম। তাই বিমান উপরে এবং মানুষ নীচে থাকে বলিয়া বোমা বর্ষনে জন সাধারণকে হত্যা করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লার ফেরেস্তা বিমান হইতে অনেক উপরে থাকে এই জন্য যখন কেহ ঐশী-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হয় তখন উপর হইতে ফেরেস্তারা বোমা বর্ষণ করিয়া ধ্বংশ করিয়া দেয়—উহাকে রোধ করিবার জন্য কাহারও ক্ষমতা থাকে না।

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের অবস্থা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে অস্ত্র দ্বারা শত্রুর মোকাবেলা করিয়া কখনও ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষা করা যাইবে না। এমতাবস্থায় যাহারা জেহাদ ব্রত পালনে ইসলামের বিজয়কামী তাহারা নিতান্ত ভ্রান্তিযুক্ত পথে পরিচালিত। **দজ্জালী শক্তি সমূহকে ধ্বংস করিয়া ইসলামের প্রাধান্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তবলীগই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা।** অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তবলীগী কার্য্যে ঝাপাইয়া পড়া একান্ত কর্ত্তব্য। আল্লার যে বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া সৌভাগ্যশালী হওয়ার তৌফিক পাইয়াছি, তাহাকে জগতময় প্রচার করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই তবলীগী কার্য্য পরিচালন করিতে গিয়া কাহারও কাহারও মনে নৈরাশ্যের উদ্রেক হইয়া থাকে। কারণ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর তবলীগ করিয়াও কোন ফলাফল পরিলক্ষিত হয় না। এই অবস্থা দ্বারা ইহা বুঝিয়া লওয়া যে তবলীগ কোনই কাজ করিতেছে না নিতান্তই মূর্খতার পরিচায়ক বিশেষ কারণ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে এক দীর্ঘকাল পর যখন ঐ তবলীগের ফলাফল প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তখন জন-সাধারণ দলে দলে এরূপ ভাবে ইসলাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে যে, তখন মনে হয় নদী যেন ভীষণ বেগে পার ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি এতটুকুই হইতে পারে যে ধৈর্য্যসহ উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে তবলীগী কার্য্যে অগ্রসর হইতে না পারা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে হজরত মোহম্মদ (সাঃ) এর তের বৎসর তবলীগ করার ফলে মক্কায় মাত্র ৮০ জন লোক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া ছিল ইহার পর তিনি মদিনায় হিজরত করার ৫ম বর্ষ অতীত হইতে না হইতেই দলের পর দল, অঞ্চলের পর অঞ্চল, জাতির পর জাতি ইসলাম গ্রহন করিতে আরম্ভ করিল এবং ইসলাম বিজয় মাল্যে বিভূষিত হইয়া গেল।

মূল কথা এই যে বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে বর্ত্তমান যুগে জেহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধের দ্বার, রুদ্ধ হইয়া কেবল তবলীগের দ্বারই উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইহার প্রমাণও আমাদের নিকট রহিয়াছে যে আল্লাহ তায়ালা কোরাণ শরীফে বলিয়াছেন যে, واذا الجنة ازلفت অর্থাৎ শেষ যুগে স্বর্গ নিকটবর্ত্তী হইবে,—অর্থাৎ তবলীগের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। কারণ স্বর্গ তখনই

Regd. No. C—1356
The Fortnightly Ahmadi
4, Bakshi Bazar Rd., Dacca
Dated, the 31st October 1943.

নিকটবর্ত্তী হয়, যখন বিনা পরিশ্রমে স্বর্গে প্রবেশ করার উপকরণ সংগ্রহ হইয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের অবস্থা তদ্রূপই পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে লোকদের নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রতি ঘৃনার সঞ্চার হইতেছে। ইউরোপীয় লোকেরা যেরূপ এশিয়াকে ঘৃনা করিয়া থাকে তদ্রূপই তাহাদের নিজ ধর্ম্মের প্রতিও অনাস্থার ভাব গড়িয়া উঠিতেছে। অতএব একদিকে তাহারা আমাদের মাটির ঘর ভঙ্গ করিলেও অপর দিকে তাহারা আপন আধ্যাত্মিকতার গৃহকেও নিজেই ভঙ্গ করিতেছে। ইহা কি অপূর্ব্ব সুযোগ যে তাহারা আমাদের মাটির গৃহ ভঙ্গ করিলেও আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক গৃহে তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করি। ইহার পর একই গৃহের সমস্যার উদ্ভব হইবে তখন আমাদের ক্ষতি তাহাদের ক্ষতিতে ও আমাদের উপকার তাহাদের উপকারে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। ইহা এমন একটি চক্ষু উন্মেলনকারী বিষয়, ইহা দেখিয়াও যাহাদের তবলীগের প্রতি আসক্তির উদ্ভব না হয় এবং নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী যাহাদের নিকট অনায়াসে পৌছিতে পারাযায় তাহাদিগকে তবলীগ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর না হয় সে নিতান্তই দুর্ভাগা।

আজ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মযুদ্ধের পন্থা রুদ্ধ হইয়াছে হজরত মোহম্মদ (সাঃ) ও তদীয় ছাহাবীগণ নিজ রক্ত দ্বারা যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাকে আমরা ধ্বংসের মুখে দেখিতেছি, রক্ষা করিবার কোনই পন্থা পরিলক্ষিত হইতেছে না—এমতাবস্থায় পৃথিবীতে একমাত্র আহমদীয়া জমাতকেই দেখা যাইতেছে যে যাহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস রাখে যে তাহারা তবলীগ, তালিম, ওয়াজ ও নছিহতের সাহায্যে পুনরায় ইসলামের ধ্বংসমুখী দুর্গ সমূহকে রক্ষা করিতে এবং ইসলামকে জীবীত রাখিতে সক্ষম হইবে ও মোহম্মদ (সাঃ) এর পতাকাকে লোকের হৃদয় মন্দিরে প্রথিত করিবে। অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীকেই নিজ কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব উপলব্ধী করিয়া তবলীগী কার্য্যে ঝাপাইয়া পড়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই মহান তবলীগের কার্য্য এত ব্যাপক যে কেবল আহমদী দ্বারাই সকল স্থানে ইসলামের সুশিক্ষা পৌছান সম্ভব পর হইতে পারে না। সকল স্থানের হিন্দু, শিখ, জৈন, জরতুশত ও বুদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের নিকট তবলীগ পৌছাইতে পারা যাইতেছে না, পক্ষান্তরে শত শত এমন স্থানও আছে যে স্থানে কোন আহমদী নাই। এমতাবস্থায় তবলীগী কার্য্যকে কেবল আহমদী দ্বারা পরিচালন করাই সীমাবদ্ধ করিলে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল তবলীগশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং গয়ের আহমদীদের মধ্যেও তবলীগী প্রচেষ্টাকে জাগাইয়া তুলা এবং তবলীগী প্রচেষ্টা করিবার জন্য উৎসাহিত করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যদিও আহমদী ও গয়ের আহমদীদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে তথাপি বহু বিষয়ে একমতও আছে। যদি গয়ের আহমদীগণ তবলীগে লাগিয়া যায় ও অমুসলমানগণকে তাহাদের বিশ্বাস মত ইসলামে দাখিল করিয়া লয়, তাহারা প্রকৃত ইসলাম হইতে দূরে থাকিলেও ইসলামের অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। অতএব গয়ের আহমদীগণকে আহ্বান করিতে হইবে তাহারাও যেন ইসলাম প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া তবলীগী কার্য্যে ঝাপাইয়া পড়েন। হজরত মসিহে মাওউদ আঃ) ধর্ম্মযুদ্ধ না করিবার জন্য যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই নহে যে ইসলামের উন্নতির জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে বরং ইহার উদ্দেশ্য এই যে জেহাদ বা ধর্ম্ম যুদ্ধকে বন্ধ রাখিয়া কেবল দলিল, প্রমাণ সহ তবলীগের সহযোগে ইসলামের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সুতরাং আহমদী ও গয়ের আহমদীগণ সমবেতভাবে অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইয়া ইসলামের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বহস মোবাহেসাকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন কর। ইহাতে তবলীগের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের উৎপত্তি করিয়া থাকে। অতএব বহস মোবাহেসাকে ভুলিয়া তবলীগের কার্য্যে ঝাপাইয়া পড়।

হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে এখন তবলীগ করাই ধার্ম্মিকতা ও সততার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যদি তোমরা তবলীগ না কর এবং দিবারাত্রি লোকদিগকে ইসলামে দাখিল করিতে চেষ্টা না কর এবং লোকদিগকে ইহা না বল যে, এখন মসিহের (আঃ) যুগ, সুতরাং তরবারী দ্বারা ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না একমাত্র তবলীগ দ্বারাই উহা লাভ হইতে পারে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি তবলীগের কার্য্যে নিয়োজিত না হও তবে তোমাদের ধার্ম্মিকতা ও ঈমানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সমীচিন হইবে না।

আবশ্যকীয় নোটিশ

১। আমি অচিরেই আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য কাদিয়ান যাইতেছি, ইন্‌শাল্লাহ। আমার অবর্ত্তমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর মহোদয়ের নির্দ্দেশমত মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেব আঞ্জোমনের চার্জ্জে থাকিবেন। সুতরাং চাঁদা ও হিসাবাদি বিষয়ে, 'আহ্‌মদী' পত্রিকার বিষয়ে ও আঞ্জোমনের পুস্তকাদি বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় তিনি এখনো কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং এই বাবত চিঠি পত্রাদি তাহার নিকট লিখিতে হইবে।

২। এতদ্ব্যতীত তবলীগ, তবলীগে খাছ, আহমদীয়া রিলিফ ফাণ্ড ও প্রাদেশিক আঞ্জোমনের অন্যান্য তঞ্জিম বিষয়ে জোনাব আমীর সাহেবকে তাঁহার বগুড়ার ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

৩। টাকা পয়সা সকল অবস্থায়ই সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া, ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকার ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

তাং—২৮।১০।৪৩ইং, ঢাকা

খাকছার
মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী,
জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraberty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).